বগি নাম্বার ত

মূল ভাবনা : বিলাল আবদুল্লাহ
সম্পাদনা : ইবনে আজিজ

গাইডলাইন
পাবলিকেশন

শুরুতেই কিছু কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারকাতুহু।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। দরুদ ও শত সহস্র সালাম আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

আমি সমাজের খুবই সাধারণ একজন মানুষ, যে দ্বীন মানার চেষ্টায় বারবার হোঁচট খাচ্ছি। চেষ্টা করেও না পারার পেছনে নিজের ব্যর্থতার সাথে নিজের পরিবার ও সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কিছু ব্যাপারকে এর পেছনে দায়ী মনে হচ্ছে। এর অনেক কিছুই আমার হাতে নেই। যেমন : আমি চাইলেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সুদমুক্ত হয়ে যাবে না। কিন্তু আমি চাইলেই নিজের পরিবারে কিছু জিনিস ইসলামের পথে আনতে পারি আল্লাহ যদি তৌফিক দেন। কিন্তু সমস্যা হলো ট্রেডিশনাল ফ্যামিলিতে দ্বীন নিয়ে গভীর কথা বলা খুব কঠিন। বিশেষ করে ট্রেডিশনের বাইরে গেলেই শেষ। আপনার চিন্তা বা ধর্ম পালনের পথটা কেন একটু ভিন্ন হচ্ছে এটা শোনার বা বোঝার চেষ্টাই করছে না কেউ। শুধু রাগারাগি, খোঁচাখুচি, মন খারাপ।

তাই হঠাৎ কী মনে করেই লেখা শুরু হয়ে গেল! লেখার উদ্দেশ্য ধর্মীয় দলাদলি করা নয়। যদিও এখানে একটি মতের যুক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। খোলা মনে সেগুলো যেন আমরা শুনি। আর যাচাই করি। সত্য মনে হলে মেনে নিই। আর ভুল মনে হলে গবেষণার মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাই।

বইটি ঠিক সাহিত্যের রসের জন্য না। আর বইটির প্রাথমিক টার্গেট পাঠক কিন্তু প্র্যাক্টিসিং মুসলিমরাই। খুব বেশি ইন্টেলেকচুয়াল পাঠকরা ঠিক এই বইয়ের টার্গেট পাঠক নন। এটি সাধারণ মুসলিমদের জন্য সাধারণ সহজ একটি বই—যার প্রতিটি কথাতেই পাঠক যুক্তি খণ্ডন করার অধিকার রাখেন। এই অধমের স্বল্প জ্ঞানে ইসলামের নিয়মে আমাদের সামনে আসা বেশকিছু সমস্যার কিছু সমাধান বা ইঙ্গিত দেওয়া আছে। আমাদের মাঝে বেশকিছু অনৈসলামিক ব্যাপার প্রচলিত, যা মেনে নেয়ার মতো না। এসব নিয়ে কিছু কথা আছে। পেশাগত, শিক্ষা-সংক্রান্ত ও পারিবারিক কিছু কথা আছে। পারিবারিকভাবে সবাই মিলেই পড়ার মতো বড় গল্প বা উপন্যাস ধারার একটি বই। যারা ধর্মীয় বই পড়ে মজা পান না তাদের এবং নিয়মিত পড়ুয়াদেরও ভালো লাগবে ভিন্ন স্বাদের বইটি ইনশাআল্লাহ। বইটির পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছিল ২০১৮ সালের শেষের দিকে। তখন কিছু টপিক একেবারেই যেন আমাদের চিন্তার বাইরে ছিল। ভিন্ন মতের অবকাশ রেখেই সেসব ব্যাপার নিয়েও কিছু কথা আছে এখানে। এগুলো চিন্তার খোরাক পাঠকের জন্য। কারো জীবনে কাজে লাগলে সে কৃতিত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার।

বারবার বলছি প্রতিটা টপিকেই ভিন্নমত আছে। সেগুলোও বিচার করতে হবে। প্রতিটা টপিক নিয়েই হয়তো আলাদা উপন্যাস লেখা যায়। সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে ভালোবাসেন হয়তো তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। কুরআন-হাদিসের বিশুদ্ধ টেক্সট বাদে বইটির বাকি সব যুক্তি মেনে নিতেই হবে এমন কিছু নয়। তবে ভাবনার জন্য মন যেন উদার থাকে, ভিন্নমত হলেই যেন রেগে না যাই; এটা খুব দরকার। আমি সেই মুহূর্তের খুব অপেক্ষায় আছি আমাদের মা-বাবা, স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তানরা যেন টেবিল থেকে নিয়ে বইটা পড়ে। আর একটু চিন্তা করে!

আল্লাহ আমাদের চিন্তা-চেতনা ও আমলগুলো সহজ-সরল পথে নিয়ে যান। আমিন।

বিনীত
বিলাল আব্দুল্লাহ

সম্পাদকের টেবিল থেকে

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বইটি সম্পাদনার কাজে হাত দেওয়ার সময় অনেক কিছুই মাথায় ঘুরছিল। বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্য পর্দার পেছনের একটা বড় সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে নিজের পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাওহিদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। প্র্যাক্টিসিং মুসলিম দাবি করা যতটা সহজ, অন্তরে তা প্রতিষ্ঠা করা ঠিক ততই কঠিন। ইসলাম শুধুমাত্র দাড়ি, টুপি, টাখনুর উপর কাপড় আর মাথায় কয়েকগজ কাপড় প্যাঁচিয়ে রাখা নয়। ইসলাম হলো পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। এখানে কোনো যুক্তি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ টিকে না। বইতে সহজ ভাষায় সমাজে অহরহ ঘটে যাওয়া বেশকিছু অসংগতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে—যা পুরোপুরি কিংবা অনেকাংশেই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। সেই সাথে চেষ্টা করা হয়েছে কিছু সমাধানের সহজ-সরল পথ বাতলে দেওয়ার। ঘুণে ধরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে এক লহমায় আমার-আপনার পক্ষে পরিবর্তন করাটা অনেকাংশেই দুরূহ একটা ব্যাপার। কিন্তু সবাই মিলে চাইলেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া যায়। বইটি পাঠকরা ঠিক কীভাবে নেবেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে যতটুকু সম্ভব সহজ

সরল ভাষায় বোধগম্য করে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সমস্যা-সমাধানের যুক্তিযুক্ত পথ কুরআন-সুন্নাহ (সহিহ হাদিস) মোতাবেক আলোকপাত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচুর সতর্কতার পরও বইটিতে প্রচুর ভুলভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আশা করি পাঠক তা নিজগুণে ক্ষমা করবেন। যেকোনো ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলোকে ক্ষমা করে কবুল করে নিন।

সবশেষে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা শায়খ মুফতি হারুন ইজহার হাফি.-এর প্রতি, তার মূলবান নসিহতের জন্য এবং শরয়ি সম্পাদনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য। এ ছাড়াও পৃষ্ঠাসজ্জা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু রেফারেন্স সংযোজনের জন্য ইবনে ইউনুস, ইবনে মজুমদার এবং মিজানুর রহমান ভাইয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। স্বল্প সময়ের নোটিশে নান্দনিক প্রচ্ছদের জন্য মুবারকবাদ আবুল ফাতাহ মুন্না ভাইয়ের প্রতি। আপনাদের কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আমাদের জানা নেই। রাব্বুল আলামিন আপনাদের প্রত্যেককে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আমাদের প্রত্যেককে জান্নাতে প্রতিবেশী হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

তাওহিদবাদী এই কাফেলায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগতম।

বিনীত
ইবনে আজিজ।
২৮শে সফর, ১৪৪২ হিজরি

শরঈ সম্পাদকের কথা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বইতে প্রতীকী ভ্রমণ-কাহিনির কাল্পনিক চরিত্রে একটা বাস্তবিক ভ্রমণের মেজাজ তুলে ধরা হয়েছে। সে বাস্তবিক ভ্রমণটি ঈমানের পথে আধ্যাত্মিক যাত্রার।

আসলে এ ভ্রমণটি কাদের? জি! ভ্রমণটি এক নতুন প্রজন্মের।

বইতে গল্পের জন্য গল্পকে হাজির করা হয়নি। সাহিত্যের রস এখানে কতটা তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সমাজতাত্ত্বিক ঘটনাপ্রবাহের অনুভব কতটা সক্রিয়।

বাংলাদেশের নতুন সমাজিক বিবর্তনকে ইসলামের জাগরণের সাথে যোগসূত্রসম্পন্ন করতে হবে। এটা এমন প্রত্যাবর্তনের ঘটনা যেখানে ঐতিহ্যবাহী দ্বীনদার শ্রেণির বাইরে আধুনিক প্রজন্মের গল্পটাই ফুটে ওঠে। আগেও আধুনিক মুসলিম সমাজের একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক বেড়াজালে থেকে বেরিয়ে দ্বীনের পথিক হয়েছে, কিন্তু সেটা ছিল ইসলামি দাওয়াত ও রাজনীতির সাংগঠনিক কসরতের ফল যার ব্যাপকতা ছিল সীমিত। এখন ঈমানি জনসচেতনতার এমন এক

স্বয়ংক্রিয় ফ্লো তৈরি হয়েছে—যা সাংগঠনিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়েছে।

আধুনিক জাহিলিয়াহর ভেতর থেকে ইসলামের বিশুদ্ধতার দিকে নির্গমন করা এই মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মন বোঝা কঠিন নয়, কেননা এটা স্বভাবজাত ফিতরাতের দিকেই প্রত্যাবর্তন।

আল্লাহ তায়ালা এমন 'রিটার্ন টু নেচার'র জন্য হয়তোবা কিছু কারণ বা মাধ্যম তৈরি করে দেন।

তথ্য-প্রযুক্তিকে আনা হয়েছিল মানুষকে আরও কমফোর্টেবল করে অধিক বস্তুবাদী করে তোলার লক্ষ্যে। কিন্তু আমড়া গাছে আম ধরেছে। অনৈতিক স্রোতের মাঝে প্রবাহিত হয় আধ্যাত্মিকতার পালটা নৈতিক ঢেউ। প্রজন্ম সে তরঙ্গে নিজের নিরাপত্তা ও মুক্তির সন্ধান খুঁজে পায়।

বইটি সে উত্তম প্রক্রিয়ার একটি ধারাবাহিকতা যেখানে গল্পের ভাঁজে ভাঁজে ইসলামের শ্বাশত চেতনাকে আধুনিক মননে প্রবিষ্ট করা হয়েছে।

যুক্তিই এ জাতীয় থ্রিলারের মূল হাতিয়ার। মুক্তচিন্তার নষ্ট আবহ তৈরি করে যখন তারুণ্যের নিষ্কলুষ মনকে ক্লেদাক্ত করার অপপ্রয়াস নিয়ে একটা জনবিচ্ছিন্ন পক্ষ সরব হয়ে উঠেছে, তখনই আরও অধিক শক্তিশালী পালটা যুক্তি নিয়ে ময়দানে জানান দিয়েছে তাওহিদপন্থি কিছু ভাইদের প্রজন্ম।

বইটি এ জাতীয় অন্য কাহিনি থেকে একটু ভিন্নতা নিয়ে এসেছে। কেননা এখানে নীতিকথাগুলোকে ইসলামের মূল রেফারেন্সের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কুরআন-হাদিসকে কাহিনির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করার এ নজির কম।

সুতরাং বইটি কোনো গতানুগতিক বই নয়, এখানে কাহিনির মুগ্ধতার সাথে ইলমের সমন্বয় ঘটেছে দারুণভাবে।

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করে নিন, আমিন।

মুফতি হারুন ইজহার

২৩শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪২ হিজরি

প্রকাশকের কথা

একজন ব্যক্তি যে মতবাদ-মতাদর্শ গ্রহণ করে, তার আলোকেই ব্যক্তির লাইফ স্টাইল নির্ধারণ হয়ে থাকে। ওয়েস্টার্ন লিবারেলিজম, মার্কসবাদ এবং ইসলাম মানুষের আলাদা আলাদা ভূমিকা–সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। সে অনুযায়ী প্রত্যেকেই তার করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণ করে।

ওয়েস্টার্ন লিবারেলিজম মানুষকে দেখে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে, যে নিজেই নিজের কল্যাণ–অকল্যাণ নির্ধারণ করতে পারে এবং সে নিজেকেই ভুল-ঠিক এর মানদণ্ড হিসেবে নিরূপণ করে। সে অনুযায়ী মানুষের স্বাধীনতা অবাধ, তার যা ইচ্ছা করতে পারবে ইত্যাদি।

তেমনিভাবে ইসলামেরও মানুষকে বিবেচনা করার কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সে হিসেবে ইসলাম মানুষের করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর 'আবদ' ও 'খলিফা' হিসেবে দেখে। আবদ ও খলিফা দুটোর ভিন্ন ভিন্ন করণীয়, বর্জনীয় বিষয় আছে। পাশাপাশি ইসলাম ভুল-সঠিকের মানদণ্ডও নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে হিসেবে মানুষের স্বাধীনতা অবাধ না; বরং সীমিত ও শৃঙ্খলিত।

কিন্তু মুসলিম হয়েও ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনার অভাবে সামাজিকতা আর ইগো আমাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে—যেটা আমরা

অনেক মুসলিমই বুঝতে পারছি না। ফলে আমরা মুসলিম হয়েও অনৈসলামিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হরহামেশাই করে থাকি। বক্ষ্যমাণ এই বইয়ে সেদিকগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে—যা আমাদেরকে ইসলাম তথা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে নতুন করে জানতে এবং ভাবতে শেখাবে।

জাকির হোসাইন
১৮ই জানুয়ারী, ২০২৫

সূচিপত্র

বিশাল স্টেশন ১৯
বগি নাম্বার 'ত' ২৯
পাগলা বাবার বন্দনা : অতিভক্তি না ব্যাক্তি পূজা! ৩৩
নিকাব ৪২
সাহায্যের মালিক ৪৬
পুরোনো বান্ধবী ৫৩
মেডিকেল ক্যারিয়ার: স্বপ্ন বনাম কঠিন বাস্তবতা ৫৫
এপ্রোন বনাম নিকাব : পোশাকেই পরিচয় ৬৪
সন্তান : হচ্ছে কি কোথাও ভুল? ৮০
গায়ে হলুদ ৮৭
বিশ্ববিদ্যালয় : সোনালি রোদ নাকি মেঘে ঢাকা তারা! ৯১
সমাধান কোথায়? ৯৮
সেই পুরাতন প্রশ্ন গুলো ১০৯
হালাল জীবিকার হালচাল ১২৭
অন্দর-বাহির : প্রজ্ঞা না হুজুগ? ১৪০
চড়ুইভাতি আর একটু উপলব্ধি ১৫৯
নামাজ : ঈমান ও কুফরির পার্থক্য ১৬২

ভুল গন্তব্যের যাত্রী ১৬৭
এক চোখা দৃষ্টিতে সবই দাড়ির দোষ! ১৭০
বাজনা না আর্বজনা! ১৭৪
জেনেশুনে বিষপান! ১৮০
শাফায়াত : কার হাতে ক্ষমতা! ১৮২
বিদায় বার্তা ১৮৭

বিশাল স্টেশন

স্টেশনে ঢুকেই রাওয়াহার চোখ বড় বড় হয়ে গেল! এত বড় স্টেশন! এত্ত উঁচু ছাদ!! আর এতগুলো মানুষ! কেউ বসে আছে। কেউ হাঁটছে। অনেকেই লম্বা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আর ছোটাছুটি করছে ওর মতো কিছু বাচ্চা। ছাদের আর দেয়ালের মাঝখানে বড় বড় ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। তারপরও আলোর উপর আঁধারির খেলা যেন জিততে না পারে, তাই অনেকগুলো লাইট জ্বলছে। ছোট ছোট অনেকগুলো দোকান। বই, পত্রিকা, খাবার, খেলনা সবকিছু নিয়ে যেন মেলা বসেছে। কোথা থেকে যেন একটা মাইকে বারবার কিছু ঘোষণা দিচ্ছে। ঢাকাগামী সুবর্ণ এক্সপ্রেস দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদপুরগামী...এক্সপ্রেস ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম এ দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন নাম বলল বোঝা গেল না। আবার ঘোষণা এলো ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মেইল ট্রেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চট্টগ্রাম স্টেশনে এসে পৌঁছাবে।

কিন্তু ওদের ট্রেনের কথা কিছু বলছে না কেন? একটু চিন্তায় পড়ে গেল রাওয়াহা।

আপু আমাদের ট্রেন কোথায়? বড় বোন সুমাইয়াকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল আর থাকতে না পেরে।

আছে আছে চিন্তা করিস না। ইনশাআল্লাহ ঠিক জায়গাতেই আছে। বলল সুমাইয়া।

কী বুঝে রাওয়াহা মাথা নাড়ল সেই জানে। কিন্তু আপুর উপর ওর অনেক ভরসা। স্কুলের হোম ওয়ার্ক অথবা কোনো সুরা হঠাৎ ভুলে যাওয়া, গল্পের বইয়ের কঠিন কোনো বানান বা অসময়ে ক্ষুধা লাগা কিংবা অন্ধকার রুমে লাইট জ্বালানো—এমন কিছু নেই যার সমাধান আপুর কাছে নেই। তাই চিন্তাটা উড়ে গেল মন থেকে। অবশ্য বাসায় হঠাৎ তেলাপোকার উড়াউড়ি শুরু হলে রাওয়াহাই আপুর ভরসা। তখন নিজেকে বেশ বীর বীর লাগে রাওয়াহার।

রাওয়াহা আর সুমাইয়া ভাইবোন। সুমাইয়া এস.এস.সি দিয়েছে। আর রাওয়াহা ক্লাস ফোরে। ওরা আব্বু-আম্মু ছোট ভাই দেড় বছরের খালিদ আর তাওহিদ মামার সাথে সিলেট বেড়াতে যাচ্ছে। ওদের বাসা চট্টগ্রাম। মেহেদিবাগে যে সুন্দর একটা মসজিদ আছে—তার পাশেই। সত্যি বলতে কি মসজিদটার জন্যই ওর আব্বুর মেহেদিবাগ জায়গাটা এত পছন্দ। বাসায় থাকলে আজানের সাথে সাথেই রাওয়াহাকে নিয়ে মসজিদে চলে যান। মাঝে মাঝে খালিদকেও নিয়ে যান।

সুমাইয়ার আম্মুর নাম আয়িশা। উনার অনেক দিনের শখ সিলেট যাবেন। আর আম্মুর কাছে শ্রীমঙ্গলের চা বাগান, জাফলং-এর ঝর্ণা, বিছানাকান্দির পাথুরে নদী, লাউয়াছড়া বন, রাতারগুল—এসবের গল্প শুনতে শুনতে ওরা দুই ভাইবোনও সিলেটে যেতে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ওর আব্বু আবদুল্লাহ সাহেব ব্যবসার কাজে অনেক ব্যস্ত থাকেন। আবার তিনি ইয়াতিমদের জন্য কাজও করেন।

ইয়াতিমদের লালনপালনকারীকে আল্লাহ খুব ভালোবাসেন।[১] তাই ইয়াতিমদের কাজটার ব্যস্ততা ব্যবসার চেয়েও বেশি। ফলে এত কাজের ভিড়ে আর যাওয়া হয়ে উঠে না। কিন্তু এবার পরীক্ষার পর সুমাইয়া আর রাওয়াহা দুজনের ছুটি মিলে গেল। আর ইয়াতিমখানার জন্য এলাকার উমার চাচা দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই ওদের সবার আগ্রহ দেখে ব্যবসার কাজ থেকে কিছু সময় বের করে নিলেন আবদুল্লাহ সাহেব। সুতরাং এবার বাক্স-পেটরা নিয়ে ওরা সবাই আর তাওহিদ মামা রওনা হলো দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির দেশের দিকে।

এটা আবার সুমাইয়া আর রাওয়াহার প্রথম রেল ভ্রমণ। এর আগে বেশ কয়েকবার কক্সবাজারে বড় মামা আর ঢাকায় বড় ফুপুর বাসায় যাওয়া হয়েছিল বাসে করে। আর গতবার তো ঢাকা থেকে লঞ্চযোগে বরিশালে আব্বুর ব্যবসার একটা প্রজেক্ট দেখে এসেছে ওরা। তাই এবার দুই ভাইবোন বেশ করে আব্বুকে ধরে বসল ট্রেনে যাবার জন্য। আব্বু অবশ্য বিমানে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাওয়াহার পরীক্ষায় এবার রেল ভ্রমণের উপর একটা প্রশ্ন এসেছিল। যে প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো সে লিখতে না পারায় অনেকদিন পর বাংলায় হায়েস্ট

---

১ ‘আর ইয়াতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ -সুরা আল ইসরা (১৭:৩৪)
‘যারা ইয়াতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।’ -সুরা নিসা (৪:১০)
সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত :
নবি ﷺ বলেছেন, আমি ও ইয়াতিমের দেখাশোনাকারী জান্নাতে এভাবে (একত্রে) থাকব। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটি মিলিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৬৬)

পায়নি। তাই বিমানে চড়ার শখ হলেও শেষ পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়ার ইচ্ছেটাই জিতল।

অবশ্য সুমাইয়া ক্লাস সিক্স এ থাকতেই আব্বু আম্মুর সাথে বিমান করে হজে গিয়েছিল। ওর আব্বু আর আম্মু সব সময় চাইতেন হজ করা যেন দেরি না হয়।[২] তাই সেবার সুমাইয়া আর ছোট্ট রাওয়াহাকে নিয়েই তারা হজে গিয়েছিলেন। সেবার বেশ মজার বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যদিও ছোট থাকায় বেশির ভাগ কথাই মনে নেই। বিশেষ করে রাওয়াহা তো একেবারেই ছোট। এবারও আব্বু বলছিলেন বিমানে সময় কম, কষ্ট কম ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর সুমাইয়াও বিমান বিমান করে লাফাচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে রাওয়াহা তাই নামাজের পর বেশি বেশি দোয়া করেছে যেন ট্রেনে যাওয়া হয়। রাওয়াহা কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ওর দোয়া কবুল করে নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ট্রেনেই যাওয়া হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো এদিকে সুমাইয়া কিন্তু ওর আব্বু-আম্মুকে রাজি করিয়ে ফেলেছে যে, বিমান ভাড়ার বেঁচে যাওয়া টাকা দিয়ে ওদের গৃহপরিচারিকা খালার মেয়েকে একটা সেলাই

---

২ 'এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহিমের মতো প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না। আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না।' সুরা আলে ইমরান (৩:৯৭)

'এবং মানুষের মধ্যে হজের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।' -সুরা হজ (২২:২৭)

মেশিন কিনে দেবে। মেয়েটা বিধবা।[৩] একজন বিধবাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা অনেক ভালো কাজ আল্লাহর কাছে।

সুমাইয়ার আম্মুও অবশ্য মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন ঘোরাঘুরির খরচ বাঁচিয়ে সবাই মিলে উমরাহ করবেন।[৪] আসলে বাচ্চাদের অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখতেই পরিবারের মধ্যে এ জাতীয় ঘোরাঘুরি। অনেক বুঝিয়ে বাচ্চাদের অনেক ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে দূরে রাখতে হয়। না হলে সকল আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের জন্মদিন, গায়ে হলুদ, নওরোজ আর এই সেই দিবসের নানা প্রথা-পার্বণ যেন অক্টোপাসের মত মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়। এসব কঠোরভাবে বাদ দেওয়ায় মনে যেন চাপ না পরে তার জন্য এই ভ্রমণগুলো বেশ কাজ দেয়। এই ভ্রমণগুলো নিয়ে সুমাইয়া একটা বইও লিখছে বেশ কিছুদিন ধরে। বাবা-মাও উৎসাহ দেয় প্রচুর।

ওদের ট্রেনের নাম উদয়ন এক্সপ্রেস। 'ত' বগিতে ওদের সিট। এটা নিয়ে আবার তাওহিদ মামা খুব খুশি। উনার নাম 'ত' দিয়ে তাই।

---

৩ 'আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য।' -সুরা বাকারা (২:২৪১)

গ্রন্থ : সহিহ বুখারি (তাওহিদ) হাদিস নম্বর : ৫৩৫৩

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি ﷺ বলেছেন, বিধবা ও মিসকিনের জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মতো অথবা রাতে নামাজে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মতো। [৬০০৬৯, ৬০০৭; মুসলিম : ৫৩/২; হাদিস নাম্বার : ২৯৮২, আহমাদ : ৮৭৪০] (আধুনিক প্রকাশনী : ৪৯৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৪৮৪৯) হাদিসের মান সহিহ।

৪ 'নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ বা উমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোনো দোষ নেই; বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকির কাজ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন।' -সুরা বাকারা (২:১৫৮)

তাওহিদ মামা মামাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। এবার এইচ.এস.সি পাস করেছেন। মেডিকেলে ভর্তির জন্য পড়াশোনা করছেন। ডাক্তারি পেশা নিয়ে তার আগ্রহের কমতি নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচানোর সমান।'[৫] তাই অনেক বেশি কঠিন হলেও একজন সম্মানিত ডাক্তার হওয়ার জন্য বেশ চেষ্টা করছেন মামা। আবার অনেক সহজ কিছু পড়ে নামিদামি ক্যারিয়ার করা যায়—এমন বেশকিছু বিষয়ের ব্যাপারে মামার সাফ কথা হলো, ইসলামে নিষেধ করেছে, এমন কাজ করতে হবে এই ধরনের কোনোকিছু মামা পড়বেন না। যেমন : সুদের চাকরি, ট্যাক্স জাতীয় বা সিগারেট কোম্পানির (ইসলাম কিউএ তে বলা আছে এসব চাকরির ব্যাপারে) কাজ ইত্যাদি।[৬]

---

৫ 'একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সমগ্র মানবজাতির জীবন বাঁচানোর মতো মহান কাজ।' –সুরা মায়েদা (৫:৩২)

৬ 'যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেওয়ারই মতো! অথচ আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।' –সুরা বাকারা (২:২৭৫)

'আল্লাহ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে।' –সুরা বাকারা (২:২৭৬)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।' –সুরা আলে ইমরান (৩:১৩০)

'আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতে অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আজাব।' –সুরা নিসা (৪:১৬১)

'মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু

অনেক অনেক বই পড়ার অভ্যাস উনার। ওদেরকেও অনেক বই এনে দেন উনি। তাই বেশ বন্ধুত্ব মামার সাথে ওদের।

মজার একটা কথা হলো, নিজের নাম নিয়ে খুব গর্ব মামার। তাওহিদ[৭] অর্থ মহান আল্লাহর একত্ববাদ। একমাত্র আল্লাহই আমাদের রব, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্যসত্তা হিসেবে স্বীকার করা। তাঁর মতো আর কেউ নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি বা কারো থেকে জন্ম নেননি। সকল নবি-রাসুল আ. এই তাওহিদের শিক্ষা নিয়েই এসেছেন। তাই নিজের নামটা শুদ্ধ উচ্চারণে সবাইকে বলতে খুব ভালোবাসেন মামা। আর তাওহিদের উপর কোনো বই পেলেই সেটা মামার পড়া চাই-ই চাই। আসলেই অনেক কিছু শেখার আছে বইগুলো থেকে। যেমন : মামার দেওয়া একটি বইতেই সুমাইয়া পড়েছে কুলক্ষণ মানা শিরক[৮], আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে পশু

দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।' -সুরা রুম (৩০:৩৯)

৭ 'অংশীদারত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান-সন্ততি, তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদের ধ্বংস করবেন—যা পথভ্রষ্টরা করেছে?' -সুরা আরাফ (৭:১৭৩)

'বলুন, আমার প্রতি ওহি হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?'

-সুরা আম্বিয়া (২১:১০৮)

'বলুন, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহি নাজিল হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র সত্য ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।' - সুরা কাহাফ (১৮:১১০)

৮ নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করে—সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। -সুরা নিসা (৪:১১৬)

জবাই শিরক[৯], মৃতব্যক্তির উসিলায় দুআ করা ঠিক নয়[১০], সম্মানিত ব্যক্তিগণের অতিভক্তি থেকেই নুহ আ.-এর প্রজন্মে শিরকের শুরু [১১]..... এমন আরও অনেক কিছু।

আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল, তাদের বলব, যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে—তারা কোথায়? -সুরা আনআম (৬:২২)

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। -সুরা ইউসুফ (১২:১০৬)

আফফান রহ. বলেন, সালিম ইবনে হাইয়ান, আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। নবি ﷺ বলেছেন, রোগের কোনো সংক্রমণ নেই। কু-লক্ষণ বলে কিছু নেই। প্যাঁচা অশুভের লক্ষণ নয়। সফর মাসের কোনো অশুভ নেই। কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকো, যেভাবে তুমি বাঘ থেকে দূরে থাকো। [৫৭১৭, ৫৭৫৭, ৫৭৭০, ৫৭৭৩, ৫৭৭৫] (আধুনিক প্রকাশনী- অনুচ্ছেদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- অনুচ্ছেদ) হাদিসের মান সহিহ।

৯ 'যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ কোরো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।' -সুরা আনআম (৬:১২১)

১০ 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসি' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।' -সুরা বাকারা (২:২৫৫)

১১ 'আমি নুহ আ.-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী।' -সুরা আনকাবুত (২৯:১৪)

আমরা নুহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য। নুহ তাদের বলল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। তাতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা

প্ল্যাটফর্মে এসে লম্বা ট্রেনটা দেখে সুমাইয়া আর রাওয়াহা দারুণ খুশি! তাড়াতাড়ি কয়েকটা ছবি তোলা হলো ট্রেনের সাথে। ছবিগুলো ফেসবুকে দেওয়া হবে না। ওরা নিজেরাই পরিবারের মধ্যে দেখবে।

প্ল্যাটফর্মটাও বেশ লম্বা। বড় বড় টাইলস বসানো। অনেকগুলো সারি সারি বড় বড় থাম। সেগুলোর সাথে আবার সিমেন্ট করা টাইলস লাগানো চেয়ার। হাতে কাঁধে মাথায় বিভিন্ন সাইজ আর রঙের ব্যাগ নিয়ে কুলিরা খুব দ্রুত হাঁটছে। কেউ কেউ নিজেরাই নিজেদের ব্যাগ নিয়ে চলছে। সবাই একটু অস্থির যার যার বগির খোঁজে।

করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পেছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে। -সুরা নুহ (৭১:১-৪)

(খবরদার!) তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসরকে কখনোই পরিত্যাগ করবে না। (এভাবে) তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে এবং (তাদের ধনবল ও জনবল দিয়ে) নুহ-এর বিরুদ্ধে ভয়ানক সব চক্রান্ত শুরু করে। -সুরা নুহ (৭১:২১-২৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, যে প্রতিমার পূজা নুহ আ.-এর কওমের মাঝে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ওয়াদ 'দুমাতুল জান্দাল' নামক জায়গার কালব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সুওয়াআ, হল, হুযায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগুস ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরবর্তী সময়ে তা গাতিফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থান। ইয়াউক ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, নাসর ছিল যুলকালা গোত্রের হিময়ার শাখার মূর্তি। নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম নাসর ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন করো এবং ওই সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ করো। কাজেই তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ওই সব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দেয়। -সহিহ বুখারি

ইস এখানে সাইকেল চালাতে যে কী মজা হত। বলল রাওয়াহা।

দুষ্টুটার সাইকেল চালানোর খুব শখ। কিন্তু একবার এক্সিডেন্ট করে হাত ভাঙার পর থেকে আর রাস্তায় গাড়ির ভয়ে মা সাইকেল চালাতে দেন না। বিশেষ করে বেশির ভাগ মোটর সাইকেল চালকগুলো যেমন বখাটে...এদের জ্বালায় তো রাস্তায় চলাই দায়।

লম্বা পাকা প্ল্যাটফর্ম দেখে রাওয়াহা বেচারার দুঃখটা আরও বেড়ে গেল যেন! খোলামেলা প্ল্যাটফর্মে এসে খালিদও খুব খুশি। আম্মুর কোল থেকে বারবার নেমে যেতে চায়। কিন্তু এত মানুষের ভিড়ে ওকে কোল থেকে নামতে দেয় না আম্মু। হাঁটতে হাঁটতে একটা একটা বগি পার হয়ে অবশেষে এলো ওদের 'ত' বগি। সিঁড়িটা বেশ উঁচু। আব্বু বিসমিল্লাহ বলে উঠে গেলেন।[১২] আম্মু আর সুমাইয়াকে ধরে তুললেন। তাওহিদ মামা ব্যাগগুলো তোলার পর রাওয়াহাকে তুলে দিলেন। খালিদ এখন আব্বুর কোলে।

---

১২ আলি ইবনে রাবিআহ রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলি রা.-এর কাছে আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার নিকট আরোহণের জন্য একটি জন্তু আনা হলো। তিনি পা-দানীতে তার পা রেখে বললেন, 'বিসমিল্লাহ'। তারপর তিনি তার পিঠের উপর ঠিকমতো বসার পর বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ', তারপর বললেন, 'পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাব। -সুরা যুখরুফ : (১৩-১৪)

বগি নাম্বার 'ত'

ট্রেনে উঠে দেখা গেল ওদের সিটগুলো মুখোমুখি। বাহ! দারুণ মজা তো! কিন্তু একটা সিট পাশের লাইনে। মামা ওটায় বসায় ওদের একটু মন খারাপ। ওরা একটু আগেই চলে এসেছে। সুমাইয়ার মা কোথাও গেলে খুব হুলুস্থূল বাঁধিয়ে দেন। বাবা বারবার বলেন, ধীর স্থির হওয়া আমাদের নবিজি ﷺ এর সুন্নাহ।[১৩] কিন্তু মা বারবার ভুলে যান। ধীরে ধীরে ওদের বগির অন্যান্য মানুষজন আসতে লাগল। তাওহিদ মামার পাশের সিটে এসেছে সুমাইয়ার বয়সি একটা মেয়ে আর ওর মা-বাবা

---

১৩ 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদের দেখাব আমার নিদর্শনাবলি। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া কোরো না।' -সুরা আম্বিয়া (২১:৩৭)
'আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে; যেভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে খুব বেশি তাড়াহুড়াকারী।' -সুরা ইসরা (১৭:১১)
আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, একবার আমরা নবি ﷺ-এর সঙ্গে নামাজ আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়াজ শুনতে পেলেন। নামাজ শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের কী হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নবি ﷺ বললেন, এরূপ করবে না। যখন নামাজে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূর্ণ করবে। -মুসলিম : ৫/২৮; হাদিস নং : ৬০৩; আহমাদ : ২২৬৭১ (আ.প্র. ৫৯৯, ই.ফা. ৬০৭)

মনে হয়। বাবার পরনে সাফারি স্যুট। মায়ের ঠোঁট দুটো পানের রসে লাল হয়ে আছে। মেয়েটা একটা ফ্রক পরেছে, কিন্তু কোনো হিজাব নেই।

সুমাইয়া ছোটবেলা থেকেই হিজাব পরে। আর এখন নিকাব পরছে বছর তিনেক হলো। ওর স্কুলের ইউনিফর্মের সাথেও। এ কারণে সবাই ওকে একটু বেশি আদর করে বলেই ওর মনে হয়। যদিও আগের স্কুলের কিছু কিছু শিক্ষক যাদের মধ্যে নাম শুনলে মুসলিম মনে হয় এমন কয়েকজনও এটা নিয়ে নানা ঝামেলা করার চেষ্টা করেছিল। তবে ও একটুও ছাড় দেয়নি। আল্লাহর বাধ্যতামূলক আদেশ পালনের জন্যই নিকাব পরে এটাই ছিল ওর শক্তি।[১৪] আর পরে তো ও একটা ইসলামিক স্কুলেই চলে এসেছে। যদিও অনেক ব্যাপারেই ইসলামি স্কুলগুলো মানসম্মত সার্ভিস দিতে পারছে না। নামে ইসলাম; কিন্তু কাজে আর লেনদেনে, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ মুসলিমদের সত্যিকার যত্ন নেওয়ার জন্য যে ভিশন মোটিভেশন আর আন্তরিকতা প্রয়োজন—প্রায়ই সেটা অনুপস্থিত দেখা যায়। কিন্তু তারপরও আল্লাহর রাস্তায় সুমাইয়া চেষ্টা করে যাচ্ছে।

---

১৪ 'হে নবি! ﷺ আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' -সুরা আহযাব (৩৩:৫৯)

'আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত,

আল্লাহ তায়ালা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহম করুন, যখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত 'তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে' অবতীর্ণ করলেন, তখন তারা নিজ চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকল। [৪৭৫৯] (আ.প্র. অনুচ্ছেদ, ই.ফা. অনুচ্ছেদ)